05 JUL 1988

001

দৈনিক বাংলা

তারিখ ৫/৭/৮৮

পৃষ্ঠা ... কলাম

# পরীক্ষা পদ্ধতি ও সার্টিফিকেট সংস্কার

একটা সার্টিফিকেটের জন্য এই সমাজে যে কত ধরনের ব্যবসা গড়ে উঠেছে তার ইয়ত্তা নেই। কেউ সার্টিফিকেট জাল করে। কেউ মার্কশীট জাল করে, কেউবা অরিজিনাল ব্ল্যাঙ্ক সার্টিফিকেট সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত। এইসব সার্টিফিকেট কত কাজে যে লাগে! এসএসসি'র সার্টিফিকেট, এইচএসসি'র সার্টিফিকেট, ব্যাচেলরস ডিগ্রী বা মাস্টার্স ডিগ্রী সার্টিফিকেট—এইসব নিয়ে অনেক কান্ড। কোন কোন প্রেস প্রায় হুবহু সার্টিফিকেট ছাপার কারবার করে। তার মাল-সামানসহ কখনও কখনও এইসব কারবারীরা ধরাও পড়ে। কোন কোন সার্টিফিকেট ৩/৪ হাজার টাকায়ও বিক্রি হয়। এর ক্রেতাও আছে প্রচুর। একটি নম্বর সার্টিফিকেটের কোয়ালিটির ওপর একটি ছেলের ভূত-ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সেখানে বেশির ভাগ তরুণই জাল-পথের চেয়ে চোরা-পথের ওপর নির্ভর করে অধিক। অর্থাৎ জাল সার্টিফিকেটের কারবারীদের কাছ থেকে সার্টিফিকেট মার্কশীট না কিনে নকলের আশ্রয় নিতে শহর থেকে গ্রামে যায়। ঢাকা শহরের প্রধান স্কুল-কলেজসমূহের ছাত্ররাও নকল পথের আশায় অজপাড়াগাঁয়ে যায়। এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষা দিতে। কারণ সেখানে নকলের সুবিধা বেশি। সেই পরীক্ষায় যদি যথেচ্ছ নকল করে পর্যাপ্ত নম্বর পাওয়া যায়, তাহলে আর জাল সার্টিফিকেট বাজার থেকে কিনতে হয় না। পরবর্তীতে ধরা পড়বার আশংকাও থাকে না। যদি সেভাবেও ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, তাহলে জাল সার্টিফিকেটের সন্ধান করে তারা।

একটি সার্টিফিকেটের মাহাত্ম্য অপার। সার্টিফিকেট না থাকলে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া যায় না। সার্টিফিকেট না থাকলে চাকরির সংস্থান হয় না। এমনকি এই জামানায় সার্টিফিকেট না থাকলে বিয়েও হয় না। সুতরাং সার্টিফিকেটের কারবার যে জমজমাট হয়ে উঠবে তাতে আর বিস্ময় কি?

এই সমস্যার সমাধান এখন সত্যি সত্যি জরুরী হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি যে নিয়ন্ত্রণের ভেতরে নেই সেকথা বোঝা যায় গত কয়েক বছরের এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষার কান্ড-কারখানা দেখেই। নকলের হিড়িক, স্কুল বদলের হিড়িক, পরীক্ষা কেন্দ্রে গোলমাল, এইভাবে একের পর এক খবর এসে তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। বোর্ড থেকে যে আইন করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে পরীক্ষার নির্দিষ্ট সময় আগে স্কুল বা কলেজ পরিবর্তন করা যাবে না। তা-ও যে খুব একটা কাজ দিয়েছে তেমন মনে হয় না।

অনেকে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রেও কারচুপি করছে বলেও অভিযোগ আছে। অর্থাৎ একই ছাত্র শহরে স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করছে এবং একই সঙ্গে সে নকলের সুবিধাসম্পন্ন মফস্বলের কোন শিক্ষায়তনেও রেজিস্ট্রেশন করিয়ে রাখছে। পরীক্ষা দিতে চলে যাচ্ছে মফস্বলের কেন্দ্রে। অর্থাৎ গেরো ফসকাই থেকে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ ছাত্রের পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই অনিয়ম দুর্নীতি দূর করা খুব সহজ কথা নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে পরিস্থিতির অবনতি অব্যাহতই রয়েছে।

এই সমস্যা সমাধানের জন্যে পরীক্ষা পদ্ধতি বদলান দরকার। এ নিয়ে একবার চিন্তা-ভাবনাও করা হয়েছিল, উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, কমিটি গঠন করা হয়েছিল, সে কমিটি সুপারিশও পেশ করেছিল। কিন্তু সেসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। সেই সুপারিশ যদি বাস্তবসম্মত না হয়ে থাকে, তাহলে তার সংশোধন পরিমার্জনও করা যেতে পারে। পরীক্ষা পদ্ধতিতে নকলের প্রবণতা দূরে যে একেবারে করা যায় না, তা নয়। সীমিত ক্ষেত্রে হলেও দূর-শিক্ষণ কার্যক্রম (বাইড) এ ব্যাপারে সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য নেয়া হয়েছে দূরশিক্ষণ কার্য... সেখানকার পরীক্ষা পদ্ধ... প্রায় সবটাই দুর্নীতিমুক্ত বলে জানা যায়। কম্প্যুটার ব্যবস্থার মাধ্যমে উত্তরপত্র নিরীক্ষণ ও রেজাল্ট তৈরি করা হয়। সুতরাং অন্যান্য পরীক্ষা ক্ষেত্রে পদ্ধতির পরিবর্তন এনে দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। পরীক্ষা পদ্ধতি যদি পরিবর্তন করা না যায়, তাহলে সত্যিকার অর্থেই সার্টিফিকেট পরীক্ষাগুলি সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন হয়ে পড়বে।

সার্টিফিকেটের এই গেল একদিক। সার্টিফিকেট নিয়ে আরও একটি সমস্যা আছে, তা হল এর ভাষা। এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই যে বাংলাদেশে সার্টিফিকেট বাংলা ভাষায়ই হবে। কিন্তু নানা প্রয়োজনে বহু মানুষের ইংরেজী ভাষার সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয়। সেই প্রয়োজন মেটাতে চাইলে যে পরিমাণ হুজ্জতের মোকাবিলা করতে হয় তার কোন সীমানা নেই। এ অফিস থেকে সে অফিস, এ কক্ষ থেকে সে কক্ষ দৌড়াতে দৌড়াতে নাজেহাল হন অসংখ্য লোক। প্রধানত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সীটে পাওয়াই দুরূহ হয়ে পড়ে। কখনও কখনও ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে রসিদের পেছনে ছুটতে হয় দিনের পর দিন। এই ভোগান্তির অবসান হওয়া প্রয়োজন। এমন একটি সহজ পদ্ধতি বের করা দরকার, যাতে একজন লোক পয়সা জমা দিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার ভাষান্তরিত সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারেন। যদি সে রকম কোন কার্যকর পদ্ধতি বের করা সম্ভব না হয়, তাহলে সার্টিফিকেট একই সীটে বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় দেয়া যায় কিনা সে কথাও বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। এর নজীরও অবশ্য আছে। অন্তত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট একই শীটে দু ভাষায় দেয়া হয়। তার জন্য আলাদা করে আবেদন নিবেদন, ও দৌড়াদৌড়ির প্রয়োজন পড়ে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখতে বলি।

—রেজোয়ান সিদ্দিকী